JUN. 24 2002

দৈনিক ইত্তেফাক

শিক্ষাখাতে সর্বাধিক বরাদ্দ বনাম বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী

প্রতিবারের মতো এবারও ২০০২-২০০৩ আর্থিক বছরের বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বাধিক বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিগত আর্থিক বছরগুলোতেও বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বাধিক বরাদ্দ রাখা হয়েছিলো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শিক্ষাখাতে সর্বাধিক বরাদ্দ দেয়া সত্ত্বেও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের ভাগ্যে যথাযথ বেতনভাতাসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধে জোটেনি। মাত্র দু'-একটি উদাহরণ তুলে ধরলেই বাস্তব অবস্থা বোঝা যাবে।

সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারী আইন-আদালতের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বাড়ি ভাড়া পেয়ে থাকেন মূল বেতনের ৪০ থেকে ৪৫ টাকা শতকরা হারে। অন্যদিকে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীকে মাসিক বাড়ি ভাড়া মাত্র ১০০ টাকা হারে প্রদান করা হয়। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মাসিক চিকিৎসা ভাতা ৩০০/- টাকা হারে পেয়ে থাকেন। আর বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীরা মাসিক ১৫০/- টাকা হারে চিকিৎসা ভাতা পান। সরকারী কর্মচারীদের প্রতিবছর একটি করে প্রবৃদ্ধি দেয়ার ব্যবস্থা থাকলেও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সে বালাই নেই। বেতন ও ভাতার সরকারী অংশ ব্যাংক থেকে উত্তোলনের সময় এই মর্মে অঙ্গীকার করতে হয় যে, তাঁরা বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বাবদ অতিরিক্ত অর্থ প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তোলন করছেন না। এখন প্রশ্ন, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য মাসিক ১০০ টাকা হারে বাড়ি ভাড়া প্রদানের বিধান কোন্ যুক্তিতে করা হয়েছে? বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় তৃণমূল পর্যায়ে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবদান কোনো অংশেই কম নয়। এ অবস্থায়, শিক্ষাখাতের সর্বাধিক বরাদ্দ থেকে বেসরকারী শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য উপযুক্ত বাড়ি ভাড়া প্রদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

গোপাল চন্দ্র নন্দী,
কলেজপাড়া, মাগুরা